রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১১- আইন/২০২৫।—প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নবর্ণিত কর্মচারী ব্যতীত, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(খ) অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"কর্মচারী"** অর্থ ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক কোনো কর্মচারী;

(২) **"চাঁদা"** অর্থ কর্মচারীগণ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(৩) **"চাঁদাদাতা"** অর্থ অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

মূল্য : টাকা ২০.০০

(৪) **“চেয়ারম্যান”** অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) **“ট্রাস্ট”** অর্থ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট;

(৬) **“তহবিল”** অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল;

(৭) **“নির্ভরশীল ব্যক্তি”** অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিত বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

(৮) **“পরিবার”** অর্থ কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো পুরুষ কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রচলিত আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো সুবিধা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, তাহা হইলে উক্ত স্বামী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(৯) **“ফরম”** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(১০) **“বৎসর”** অর্থ ১ জুলাই তারিখ হইতে শুরু করিয়া ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(১১) **“বোর্ড”** অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড; এবং

(১২) **“মনোনীত ব্যক্তি”** অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ এবং **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯** এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট;

(গ) উপ-সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঘ) উপ-পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট;

(ঙ) সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, যিনি উহার ট্রেজারারও হইবেন;

(চ) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; এবং

(ছ) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উহার সদস্যগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোনো সদস্য কোনো বেতন, ভাতা, সম্মানি বা পারিতোষিক পাইবেন না।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

৪। **বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ট্রাস্টের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(ঙ) উপরি-বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৫। **প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা।**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চাঁদাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা এবং গৃহীত অগ্রিমের বিপরীতে প্রদত্ত কিস্তি ও সুদ;

(খ) Contributory Provident Fund Rules, 1979 এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঘ) অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ, যেমন, কোনো কর্মচারী নিজস্ব ব্যালেন্সের উপর সুদ সংক্রান্ত অর্থের দাবি প্রত্যাহার করিলে বা তামাদি ব্যালেন্সের অর্থ থাকিলে উক্ত অর্থ।

(২) তহবিল বাংলাদেশি মুদ্রায় সংরক্ষিত হইবে।

(৩) ট্রেজারার বোর্ডের পক্ষে তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) ট্রেজারার বোর্ডের পক্ষে তহবিলের হিসাব পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ব্যাংক একাউন্ট সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে অর্থসমূহ জমা থাকিবে।

(৫) বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে, বোর্ড, তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে, স্থায়ী আমানত বা সরকারি সঞ্চয়পত্র বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “তফসিলি ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৬) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী তহবিলের ব্যাংক হিসাব চেয়ারম্যান ও ট্রেজারারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

৬। **তহবিলে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা।**—(১) ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তহবিলের সদস্য হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকারিতা প্রদান করিয়া কোনো কর্মচারীকে নিয়মিত করা হইলে উক্ত আদেশ জারির তারিখ হইতে তিনি তহবিলে অন্তর্ভূক্তির যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

(২) অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অংশ তহবিলের সুবিধাভোগকারী কোনো কর্মচারী ট্রাস্টের নিয়মিত কোনো পদে নিযুক্ত বা আত্মীকৃত হইলে তিনি তহবিলে যোগদানের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে নিযুক্ত বা আত্মীকৃত কোনো কর্মচারীর পূর্বতন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার অনুকূলে জমাকৃত তহবিলের অর্থ বোর্ডে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৭। **তহবিলে চাঁদাদাতার সদস্যভুক্তি ও হিসাব নম্বর প্রাপ্তির আবেদন।**—(১) কোনো কর্মচারী ভূতাপেক্ষভাবে ট্রাস্টে নিয়মিত হইলে বা অন্য সংস্থা হইতে ট্রাস্টে নিযুক্ত বা আত্মীকৃত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশের কপি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ ‘ফরম-১’ পূরণপুর্বক উহার ৩ (তিন) প্রস্তসহ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ট্রেজারারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) ট্রেজারার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে তাহার অনুকূলে তহবিল নম্বর ইস্যুপূর্বক আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) অনুযায়ী কোনো কর্মচারীকে তহবিল নম্বর প্রদান করা হইলে উক্ত নম্বরের অনুকূলে চাঁদাদাতার চাঁদা ও ট্রাস্টের অনুদান জমা করা হইবে।

৮। **মনোনয়ন।**— (১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সময় তাহার মৃত্যুর পর উক্ত তহবিলে তাহার জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য তাহার পরিবারের এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ফরম-২ অনুযায়ী মনোনয়ন প্রদান করিয়া চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানের সময় চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য না থাকিলে যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি নূতন মনোনয়নপত্র চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক কেহ একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুপাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সকলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের নিকট ফরম-৩ অনুযায়ী লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে সমহারে প্রদান করিতে হইবে।

৯। **ট্রাস্টের অনুদান।**—ট্রাস্ট প্রতি মাসে প্রত্যেক চাঁদাদাতার হিসাবে চাঁদাদাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন তিন শতাংশ) অনুদান প্রদান করিবে, তবে সরকার, সময় সময়, উক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০। **সদস্যের চাঁদা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তব্যরত থাকা অবস্থায় অথবা প্রেষণ অথবা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাবস্থায় প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাস্ট তাহার নামে একটি নূতন তহবিল নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত তহবিল নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ছুটিতে থাকাকালীন চাঁদা প্রদান না করিবার জন্য কোনো চাঁদাদাতা তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা—

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা বাবদ কোনো অর্থ কর্তন করিবেন না; এবং

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য পরিচালক বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে তবে, চাঁদাদাতা উক্তরূপ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে চাঁদা প্রদান করিবেন না।

(৫) কোনো কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত থাকিলে বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকিলে উক্ত সময়ে চাঁদা কর্তন বন্ধ থাকিবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা সাময়িক বরখাস্ত হইতে কর্তব্যকাল গণনাপূর্বক অথবা পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুরপূর্বক চাকরিতে পুনর্বহাল হইবার পর তিনি একসঙ্গে অথবা আংশিকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ের জন্য প্রদেয় চাঁদার উর্ধ্বে নহে, এমন পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কোনো কর্মচারী অবসর গ্রহণ বা ইস্তফা প্রদান করিলে কিংবা চাকরি হইতে অব্যহতি, অপসারণ বা বরখাস্ত হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অপূর্ণ মাসের ক্ষেত্রে চাঁদা কর্তন করা যাইবে না।

১১। চাঁদা আদায়।—(১) প্রদেয় চাঁদা, বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে, কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরির কারণে অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে ট্রাস্টের নিকট প্রদেয় চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ, সুদসহ, তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় পরিচালক তাহার বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে, উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) ট্রাস্ট চাঁদাদাতার নিকট হইতে প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাকালীন প্রদানযোগ্য চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। চাঁদাদাতা প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন চাঁদা আদায়।—কোনো চাঁদাদাতা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত হইলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে প্রেষণে কর্মরত থাকিলেও তিনি তহবিলের আওতাভুক্ত থাকিবেন এবং প্রেষণে না থাকিলে তিনি যেরূপে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতেন সেইরূপে চাঁদা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে তাহার হিসাবের বিপরীতে ট্রাস্ট হইতে কোনো চাঁদা প্রদান করা হইবে না।

১৩। সুদ।—(১) বোর্ড তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত সুদ ও অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর সুদ প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর ৩০শে জুন তারিখে সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর ১২ (বারো) মাসের সুদ;

(খ) চলতি বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ; এবং

(গ) চলতি বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যে মাসে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি ট্রাস্টের অর্থ ও হিসাব শাখা কর্তৃক উহা মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যে মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৫ (পাঁচ) তারিখের পরে গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) কোনো চাঁদাদাতার প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর প্রদানকৃত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য ব্যক্তিকে সুদ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত ব্যক্তিকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা সুদ গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে সুদ জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে সুদ দাবি করিলে, যে বৎসরে সুদ দাবি করা হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে সুদ জমা করা হইবে এবং প্রদেয় সুদ চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার সুদ পরিহার করিবার লিখিত অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত সুদ তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

১৪। তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ।—(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেবল নিজস্ব চাঁদা ও উহার সুদ বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) আবেদনকারী নবম বা তদূর্দ্ধ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী হইলে, গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিচালক মঞ্জুরি প্রদান করিবেন; এবং

(খ) গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা এবং অপরিশোধযোগ্য অগ্রিমের মঞ্জুরি উভয়ের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান মঞ্জুরি প্রদান করিবেন।

(৩) অগ্রিমের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য ফরম-৪ এর নির্ধারিত ছকে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অসুস্থ্যতার চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির বিবাহ বা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবন বিমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-প্রবিধানে বর্ণিত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ পালনের জন্য;

(জ) পারিবারিক কোনো ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঝ) তীর্থস্থান ভ্রমনের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঞ) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর মোহরানার দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে, যথা:—

(অ) চাঁদাদাতার বিবাহের ব্যয়ের জন্য একবার অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে, পরবর্তী পর্যায়ে মোহরানার জন্য কোনো অগ্রিম পাইবেন না;

(আ) মোহরানার প্রকৃত পরিমাণের প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ই) চাঁদাদাতা অগ্রিম গ্রহণের এক মাসের মধ্যে তিনি যে প্রকৃত পক্ষে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার প্রমাণক দাখিল করিবেন, অন্যথায় অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত অর্থ তাহার নিকট হইতে এককালীন আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) ফ্ল্যাট ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার সুদ পরিশোধের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালীন দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয় অগ্রিমের পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না।

(৬) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত এবং ফ্ল্যাট বা জমি ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:—

(ক) এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;

(খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম সুদেমূলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(গ) যে জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে উক্তরূপ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত অগ্রিম ও সুদের অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ এবং অগ্রিমের পরিমাণ মঞ্জুরি আদেশে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চাঁদাদাতাকে তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যে কোনো প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরৎযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এই ধরনের অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরৎযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরৎযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরৎযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫। অগ্রিম ও উহার সুদ আদায়।—(১) অফেরৎযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে, তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম এবং ৫০ (পঞ্চাশ) এর বেশী হইবে না।

(২) প্রবিধান ১১ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় শুরু করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে, অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে তবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকি ভাতা পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর স্থগিত রাখিতে পারিবেন, তবে চাঁদাদাতা বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরির শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়কাল তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে সুদ আদায় করা হইবে, তবে এইরূপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোনো চাঁদাদাতা অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের উপর কোনো সুদ গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য সুদ আদায় করা যাইবে না।

(৮) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ আদায় করিতে হইবে, তবে সুদের পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সুদ আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না।

(৯) যদি চাঁদাদাতাকে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তবে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং প্রবিধান ১৩ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় সুদ সঙ্গে সঙ্গে এই তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় পরিচালক উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবে।

(১০) এই প্রবিধানের অধীন আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও সুদের অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

(১১) চাঁদাদাতার অনুকূলে একাধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকিলে আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি অগ্রিমকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

১৬। তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।—(১) কর্তনকৃত অর্থ, যদি থাকে, ব্যতীত, তহবিলে চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য বোর্ড লিখিতভাবে জানাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অথবা তাহার পরিবার অথবা তাহার মনোনীত বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া ট্রাস্টের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, অবসর উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা যোগ্য কোনো চিকিৎসক কর্তৃক চাকরির অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সুদসহ, চেয়ারম্যানের নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে,—

(ক) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টন করিতে হইবে; এবং

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে সমহারে বন্টন করিতে হইবে।

১৭। অপ্রকৃতিস্থ কর্মচারীকে অর্থ পরিশোধ।—কোনো চাঁদাদাতা চাকরিরত অবস্থায় পাগল, উম্মাদ বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ট্রাস্টের চাকরি হইতে অপসারিত হইলে এবং ভবিষ্য তহবিলে তাহার কোনো মনোনয়ন না থাকিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ তাহার কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার জন্য যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

১৮। চাঁদাদাতার হিসাবের বিবরণী।—(১) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, ট্রেজারার, প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক তাহার হিসাবের একটি বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে জানাইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) উল্লিখিত বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিস্তারিত তথ্য থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক স্থিতি;

(খ) সমগ্র বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ, যদি থাকে; এবং

(গ) ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত সুদ ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী স্থিতি।

(৩) চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) উল্লিখিত বিবরণীর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত করিবেন এবং উহাতে কোনো ত্রুটি থাকিলে, বিবরণী প্রাপ্ত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, ট্রেজারারকে অবহিত করিবেন।

১৯। তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ।—(১) বোর্ড হইতে প্রাপ্ত কম্পিউটারভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্রাস্টের হিসাব শাখা কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রত্যেক চাঁদাদাতার তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) ট্রেজারার সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) ট্রেজারার প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) চাঁদাদাতার অনুকূলে তহবিলের হিসাবের কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টারে তারিখ উল্লেখপূর্বক মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি ও কর্তনের নিম্নবর্ণিত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতার চাঁদার অংশ;

(খ) গৃহীত অগ্রিমের পরিমাণ, যদি থাকে;

(গ) অগ্রিমের কিস্তি কর্তন, যদি থাকে; এবং

(ঘ) অগ্রিমের সুদ আদায়, যদি থাকে।

(৫) তহবিল নিরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ট্রাস্ট বহন করিবে।

২০। প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।—প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উক্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হইলে এতদ্বিষয়ে সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদের ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের আবেদনপত্র

১।	নাম	
২।	পদবি	
৩।	আইডি নং, যদি থাকে,	
৪।	জন্ম তারিখ	
৫।	দপ্তরের নাম	
৬।	পিতা/স্বামীর নাম	
৭।	মাতার নাম	
৮।	স্থায়ী ঠিকানা	
৯।	নিয়মিত পদে চাকরিতে যোগদানের তারিখ ও পদবি	
১০।	বর্তমানে মাসিক মূল বেতন এবং বেতন স্কেল	
১১।	কোনো মাস হইতে চাঁদা কর্তন আরম্ভ হইবে (সনসহ)	

আমি উপরি-উল্লিখিত তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের জন্য উল্লেখ করিলাম এবং এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, তথ্যসমূহ আমার জ্ঞাতমতে সত্য ও সঠিক।

তারিখ : **চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:**

পূর্ণ নাম:

পদবি:

স্মারক নং............ তারিখ:..................

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হইল।

দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

স্মারক নং- তারিখ:..................

জনাব....................................পদবি..............................দপ্তর........................... এর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি যাচাই করে সঠিক বিবেচিত হওয়ায় তাহাকে বোর্ডের অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদাদাতা হিসাবে সদস্যভুক্ত করা হইল। তাহার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং....................................

সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ঢাকা।

ফরম-২

[প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে অর্থ উত্তোলনের মনোনয়নপত্র

১।	চাঁদাদাতার নাম	
২।	চাঁদাদাতার পদবি	
৩।	আইডি নং	
৪।	দপ্তরের নাম	
৫।	পিতা/স্বামীর নাম	
৬।	মাতার নাম	
৭।	তহবিলের হিসাব নং	
৮।	বৈবাহিক অবস্থা	

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, মৃত্যুজনিত কারণে আমার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের পাওনা অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহার/তাহাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত হারে বণ্টনযোগ্য হইবে। আমার মৃত্যুর সময় মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা নাবালক থাকিবেন তাহাদের প্রাপ্য অর্থ নিম্নবর্ণিত ছকের (৫) নম্বর কলামে বর্ণিত ব্যক্তির নিকট প্রদানযোগ্য হইবে, যথা:—

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	**চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক**	**জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক জন্ম তারিখ**	**প্রাপ্যতার আনুপাতিক হার**	**নাবালকের পক্ষে অর্থ উত্তোলনকারীর নাম ও ঠিকানা**	**(৫) নং কলামে বর্ণিত ব্যক্তির সহিত নাবালকের সম্পর্ক**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**

স্বাক্ষী পদবি দাপ্তরিক ঠিকানা স্বাক্ষর

১।
২।

তারিখ :

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর
পূর্ণ নাম:
পদবি:
(দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল)
....

[দ্রষ্টব্য: চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না]

ফরম-৩

[প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে অর্থ উত্তোলনের মনোনয়ন বাতিল সংক্রান্ত নোটিশ

চেয়ারম্যান
তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

বিষয়: মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার পাওনা অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রদত্ত বিগত................. তারিখের মনোনয়নটি (কপি সংযুক্ত) অবিলম্বে বাতিলের জন্য নোটিশ প্রদান করিতেছি।

	স্বাক্ষী	পদবি	দাপ্তরিক ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।				
২।				

তারিখ:

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর
পূর্ণ নাম:
পদবি:
আইডি নং:

ফরম-৪

[প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন পত্র

চেয়ারম্যান
তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

বিষয়: অগ্রিম উত্তোলনের আবেদনপত্র।

জনাব,

আমার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে টাকা....................(কথায় ....) টাকা অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আমি নিম্নের প্রশ্নগুলির জবাব প্রদান করিলাম, যথা:—

ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	
১।	গত ৩০ শে জুনের পূর্বে আপনার তহবিল খাতে কত জমা ছিল। (প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হইতে প্রাপ্ত হিসাব বিবরণীর মূল কপি পরীক্ষান্তে সংযুক্ত করিতে হইবে)।	
২।	কি কারণে অগ্রিমের প্রয়োজন?	
৩।	আপনার বর্তমান মূল বেতন কত?	
৪।	(ক) পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? (খ) যদি কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে কি? (গ) যদি পরিশোধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে শেষ কিস্তি সুদসহ কখন পরিশোধ করা হইয়াছে? (ঘ) যদি পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কত কিস্তি বাকী আছে?	
৫।	প্রস্তাবিত অগ্রিম আপনি সুদসহ কত কিস্তিতে পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক?	
৬।	(ক) আপনার জমাকৃত অর্থ সুদমুক্ত কিনা? (কেবল মুসলমান কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য) (খ) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং	

স্বাক্ষর, তারিখ:
পূর্ণ নাম:
পদবি:
আইডি নং (যদি থাকে):
দাপ্তরিক ঠিকানা:

৭। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুপারিশ…………………………………………………...........................
তারিখ:……………………..

তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের আদেশক্রমে

স্মৃতি কর্মকার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd